পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 20 ❑ 04 Aug., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে ALANKAR অলঙ্কার যশোহর রোড • বনগাঁ
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা M : 9733901247

নদীর নামে রাজ্যের একমাত্র জেলা ইছামতী

প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ভেঙে আলাদা জেলা ঘোষণা করল রাজ্য প্রশাসন। তার নাম দেওয়া হয়েছে ইছামতী। সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘোষণা করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ইছামতী জেলার মধ্যে মূলত বনগাঁ মহকুমা এবং তার সংলগ্ন কিছু এলাকা রয়েছে।

নতুন ইছামতী জেলা ঘোষনায় খুশি বনগাঁ মহকুমার মানুষ। তাদের বক্তব্য, এতদিন জেলাশাসকের অফিস সংক্রান্ত যেকোনো কাজ করতে গেলে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার দূর বারাসাতে যেতে হতো। কিন্তু নতুন ইছামতী জেলার কাজ শুরু হলে আর যেতে হবে না।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে,কয়েক বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ভেঙে বনগাঁ পুলিশ জেলা করা হয়েছিল। কিন্তু উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়গুলি বারাসাতে থাকায় জেলাশাসকের অফিসে একাধিক প্রয়োজনে বাসে ট্রেনে চেপে মানুষকে ছুটে যেতে হতো। জেলা পরিষদ ভবন, জেলা আদালত সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের বারাসাতে যেতে হত।

বনগাঁর এক শিক্ষক বলেন, "বারাসাতে জেলা অফিসে সকালে পৌঁছে কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফিরতে সারাদিন কেটে যেত। অনেক সময় একদিনে কাজ না মিটলে ফের আবার যেতে হতো। ভিড় ট্রেনে যাতায়াত করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় বনগাঁর মানুষদের। ইছামতী জেলা অফিস চালু হলে এই ভোগান্তির দূর হবে বনগাঁর মানুষের।''

পাশাপাশি এই নতুন জেলার নাম ইছামতী হওয়ায় খুশি বনগাঁর সাহিত্য প্রেমী মানুষ। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রাম পদদাস বলেন, "বনগাঁ একটি আলাদা জেলা হলে ভালো কিন্তু মানুষ পরিষেবা পাবে কিনা তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে বিভূতীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতীকে মানচিত্রে জায়গা দিল। জেলা ঘোষণার পাশাপাশি এদিন তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতির পদ থেকে গোপাল শেঠকে সরিয়ে বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকে নতুন সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান শংকর দত্তকে সরিয়ে তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য শ্যামল রায়কে চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সর্বশক্তি দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করব। বদলের বিষয়ে গোপাল শেঠ বলেন, "দলে অনেক রদবদল হচ্ছে। দল যাকে যেখানে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয় ঠিক মনে করবে, সেটাই হবে। দায়িত্ব কমে যাওয়ায় এবার পৌরসভার কাজ আরো ভালোভাবে করতে পারব।''

যদিও এই সভাপতি বদলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "আগে বিশ্বজিৎ বাবু পরিষ্কার করুক উনি তৃণমূলে আছেন না বিজেপিতে আছেন। উনি দ্বিচারিতা করছেন। তৃণমূলের কাউকে সভাপতি করার জন্য খুঁজে পাচ্ছেন না।''

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যেম হাসপাতাল থেকে মিলছে না পরিষেবা, ক্ষুব্ধ রোগির পরিজনেরা

জয় চক্রবর্তী : বিনা পয়সায় গরিব মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। প্রায় দেড় মাস ধরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল থেকে সেই প্রকল্পের সুবিধা না পেয়ে ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজনেরা। তারা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে রোগী নিয়ে এসে ওষুধ পত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাইরে থেকে করার ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। সমস্যায় পড়ছেন। দ্রুত পরিষেবা চালুর দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন বনগাঁর বাসিন্দারা। অভিযোগ, এই সুযোগে কিছু দালাল রোগী নিয়ে বিভিন্ন নার্সিংহোমে ভর্তি করে মোটা মুনাফা

করছে। বাগদার বৈকোলা থেকে দিন সাতেক আগে দাদাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন মনিকা মৃধা। তিনি বলেন, দাদার তৃতীয় পাতায়...

টাওয়ার বসানোর নাম করে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা, ধৃত চক্রের পান্ডা

প্রতিনিধি : বাড়ির জমিতে মোবাইল টাওয়ার বসানোর নাম করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে টাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রতারণার চক্র চলছিল। অভিযোগ পেয়ে ওই প্রতারণা চক্রের মূল পান্ডাকে গ্রেফতার করলো বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম কৌশিক পাল। বাড়ি ঘোলা থানা এলাকায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে বারাসাত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গাইঘাটা থানার মাটিকুমড়া এলাকার মামনি দাস নামে এক মহিলার অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একাধিক এটিএম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। ধৃত একটি ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের আড়ালে এই প্রতারণার কারবার চালাচ্ছিল। শনিবার সকালে ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তার দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মাটিকুমড়ার বাসিন্দা মামনি দাস নামে এক মহিলার কাছ থেকে ২০২১ সালের ২২ শে ডিসেম্বর মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার বসানোর নাম করে ফোন করে ধৃত। তাঁর বাড়ির জায়গায় টাওয়ার বসাতে প্রস্তাব দেয়। তাকে বলে টাওয়ার বসালে এককালীন ২৫ হাজার টাকা ও একজনকে ২০ হাজার টাকা মাসিক বেতনে চাকরি দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে মামনি দেবীকে ১০ হাজার ৫৬০টাকা দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করতে বলা হয়। ২৩ ডিসেম্বর ওই মহিলা ধৃতর বিক এন্টারপ্রাইজের নামে অনলাইনের মাধ্যমে সেই টাকা জমা দেন। এরপরে ফের মামনি দেবীর কাছে ৬৮ হাজার টাকা দাবি করেন অভিযুক্ত। এরপরই মামনি দেবি বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত চতুর্থ পাতায়...

তৃণমূল প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে বিতর্ক

প্রতিনিধি : তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন পাপাই রাহা নামে স্থানীয় এক যুবক। তার রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির দাবি, তিনি বিজেপি করেন। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিন দুপুরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে পাপাই পৌঁছান বনগাঁ মহকুমা শাসকের দপ্তরে। মিছিলে হাঁটতে দেখা গিয়েছে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলরদের। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর পাপাই বাবু বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী। গতবারের থেকেও অনেক বেশি ব্যবধানে এবার আমি জয়যুক্ত হব। এদিন কংগ্রেস চতুর্থ পাতায়...

বিজেপি জেলা সভাপতির জমির ফসল নষ্টের অভিযোগ

প্রতিনিধি : বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি রামপদ দাসের বেগুন খেতে ঘাস মারা বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার সকালে রামপদ বাবু জমিতে গিয়ে দেখেন বেগুন গাছের পাতা গুলি পুড়ে গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, তৃতীয় পাতায়...

হলমার্ক যুক্ত গহনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
M- 7908644459
বাসন্তী জুয়েলার্স
সহজ কিস্তিতে সোনা কেনার সুযোগ
প্রোঃ বিশ্বনাথ সাহা
১২ মাস টাকা জমালে ১ মাস ফ্রি
চাঁদপাড়া, চৌরঙ্গী (জীবনদীপ ফার্মেসীর পাশে)

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ২০ ❐ ০৪ আগস্ট, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

অপা'র মঙ্গল, দশের নয়

বিগত কয়েক সপ্তাহব্যাপী রাজ্য তথা রাষ্ট্র রাজনীতির আলোচ্য কেন্দ্রস্থল যে কলঙ্কিত অপদার্থ প্রশাসনিক ব্যর্থতার অপার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ তা অনস্বীকার্য। এই ব্যর্থতা অঞ্চলিক স্তরে ইতিমধ্যেই প্রমানিত, কেন্দ্র স্তরের সফলতা নিয়েও তেমন ভরসা পাবার সম্ভাবনা কম। কারণ ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সরাসরি বলতে গেলে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর এহেন নিলর্জ্জ কার্যকলাপ কেবল যে শুধু রাজ্য সরকারের মুখে কালিমালিপ্ত করেছে তাই নয়, গোটা রাজ্যের মান দেশের মধ্যে কোথায় নিক্ষেপ করেছে, সেটিও শঙ্কার বিষয়। দুর্নীতির বিভিন্ন শ্রেনীবিভাগ করে বিভিন্ন ছলে বলে কৌশলে ছোট বড় করে দেখিয়ে তার কুফলকে কখনও কম প্রভাবিত বলে সামাজিক প্রতিবাদী উন্মাদনাকে স্তিমিত করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চালানো হয়। হাসির বিষয় হল, এক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই, পুরোটাই নোংরা ছবির মত পরিস্কার। আর সে কারণে সরকার ভিন্ন পথ অর্থাৎ ত্যগের পথ অবলম্বন করেছে, তবে তাও স্পষ্টত সাময়িক। শিক্ষা ক্ষেত্রের এই বৃহত্তর দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে এবং তার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত সমাজকে আঁকড় থাকবে তা কার্যত স্পষ্ট। সমুলে এই দুর্নীতিকে উৎখাত করার মতো অত্র ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কতটা কার্যকারি হবে তাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন! থুড়ি কোটি টাকার প্রশ্ন। সব থেকে বড় বা মূল বিষয় হল, যে ছোট্ট শিশু কিশোরটিকে তার পরিবার সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভরসা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় দিন গুনছে, আর যোগ্য পদপ্রার্থী নিজের যোগ্যতা দিয়ে সেই পরিবার বা সমাজের স্বপ্নপূরণের জন্য রাতের পর রাত জেগে রয়েছেন। আর এই দুটো পরিপূরক সামাজিক কোণের মধ্যে অভিশাপের মতো পাহাড় প্রমান অপা'র দুর্নীতি প্রবেশ করে গোটা স্বাভাবিক ব্যবস্থাটিকে বিকল করেছে। স্বপ্ন ভেঙেছে যোগ্য সাধারণ প্রার্থীর, ভবিষ্যৎ করেছে অনিশ্চিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর, আর ফুটিয়েছে নির্লজ্জ, অযোগ্য প্রার্থীর মুখের সাময়িক হাসি। এই দুর্নীতি যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক তা নয়, বরং সামাজিক বা রাজনৈতিকও বটে এবং এর পরবর্তী অংশের দুর্নীতির শেষ এখনও হয়নি। বরং; বলা যায় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দুর্নীতির দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাথমিক পর্যায় চলছে। কেন্দ্র সরকারের ভূমিকা এখানে কী? সংবিধানের কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের মত দুর্নীতিও কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে বন্টন না হয়ে পড়ে; সেটাই দেখার। আশা করা যায়, রাজ্য সরকার যে ত্যাগ করেছে, তা যেন তাদের কাছে মাইলস্টোন হয়ে থেকে যায়। সময়ের ব্যবধানে সেই স্টোন কখনও যেন উপড়ে না ফেলা হয় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাকেও যেন ইতিহাসের 'নারদ-সারদ' সংখ্যাকে ফটোকপি না হতে দেয়। এই দুই ক্ষেত্রের 'না' সমাজের পক্ষে মঙ্গলের পথে ইতিবাচক হবে এবং এটাই কাম্য।

বারাসাতে দুই ভুয়ো অফিসে হানা সিআইডির

সায়ন ঘোষ, বারাসাত : প্রতারণার মামলায় এবার হানা সিআইডির। ছাত্রছাত্রীদের কাছে ফোন করে লোন দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করত এই সংস্থা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত রামকৃষ্ণপল্লীর বিধান মার্কেটের ঘটনা।

ভুয়ো সংস্থার নাম পাস এন্টারপ্রাইজ। শুক্রবার বারাসতের টাকিরোড সংলগ্ন বিধান মার্কেটের প্রথমতল ও দ্বিতলে সিআইডির সাইবার ক্রাইম বিভাগের আধিকারিকরা হানা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে একাধিক নথি, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মোবাইল সহ প্রচুর পেনড্রাইভ। গ্রেফতার হয় পাঁচ জন।

সিআইডি আধিকারিকদের সূত্র অনুযায়ী, ছাত্রছাত্রীদের কাছে ফোন করে লোন দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করতো "পাস এন্টারপ্রাইজ" নামে এই সংস্থা। এই প্রতারণার কাজে সহযোগিতা করতো বেশ কিছু কর্মীরা। শুক্রবার দুপুর থেকে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় একাধিক নথি। তারপরেই অফিস সিল করেন আধিকারিকরা।

অন্যদিকে, বারাসাত ৩৪নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন অরবিন্দ পল্লীতে টিস রিটেলস প্রাইভেট লিমিটেড নামক অফিসেও হানা দেয় সিআইডির আধিকারিকরা। অফিসের কোনো কর্মীদের না পেলেও ওই অফিস সিল করে দেন আধিকারিকরা। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

বিষয়- বিজ্ঞান

প্রাণীদেহে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়

অজয় মজুমদার

অনেকদিন আগে ইতালি দেশের বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লুইজি গ্যালভ্যানি(১৭৩৭- ১৭৯৮খ্রিঃ) নামে শারীরবিদ্যার এক অধ্যাপক ছিলেন। একদিন একজোড়া ব্যাঙের ঠ্যাং এনে তার গঠন বৈচিত্র ছাত্রদের বোঝানোর জন্য গ্যালভ্যানি তা টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর ঠ্যাং দুটো একটি ধাতু নির্মিত ট্রে'রএর উপর তুলে দিয়ে একটি ধাতব শলাকার সাহায্যে স্পর্শ ক'রে তার শিরা

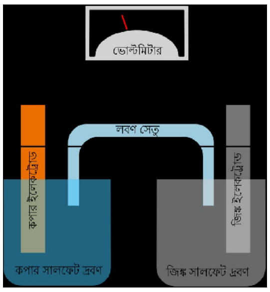

উপশিরা স্নায়ু ইত্যাদির অবস্থান তিনি ছাত্রদের বোঝাতে গেলেন।

ধাতু-শলাকা দিয়ে যেই না তিনি ব্যাঙের ঠ্যাং স্পর্শ করলেন, অমনি সেটি একটু লাফিয়ে উঠল। তাই দেখে অবাক হলেন অধ্যাপক। অবাক হলো ছাত্ররাও। কেন এমন হলো, সেই চিন্তায় বিভোর হলেন গ্যালভ্যানি। সেদিনের মতো ক্লাস ছেড়ে দিয়ে অধ্যাপক গ্যালভ্যানি বারবার ওই পরীক্ষাটি করে দেখতে লাগলেন— তাঁর পরীক্ষায় কোন ভুল হয়েছে কিনা। না, তিনি ঠিকই দেখেছেন। অমন করলে ব্যাঙের ঠ্যাং সত্যি লাফিয়ে ওঠে।

আরেকদিন, সেদিন বাড়ির বারান্দায় লোহার রেলিং এর উপর গ্যালভ্যানি একটি ব্যাঙের ঠ্যাং শুকাতে দিয়েছিলেন। তামার হুকের সাহায্যে রেলিংয়ের উপর ঠ্যাঙটি

লুইজি গ্যালভ্যানি

ঝোলানো ছিল। যখনই হাওয়া লাগে ঠ্যাংটি লোহার রেলিং স্পর্শ করছিল, তখনই তা লাফিয়ে উঠছিল। কি আশ্চর্য! সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানেও। এ সম্পর্কে অনেক ভাবনা চিন্তার পর অধ্যাপক গ্যালভ্যানি বললেন যে, ব্যাঙের ঠ্যাং নেচে ওঠার মূলে আছে বিদ্যুৎ। তিনি ওই বিদ্যুতের নাম দিলেন প্রাণিজ বিদ্যুৎ। অর্থাৎ কিনা প্রাণীর দেহজাত বিদ্যুৎ।

গ্যালভ্যানির এ সিদ্ধান্ত অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাঁরা এ নিয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। শেষে ইটালি দেশের নাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলেকজান্দ্রে ভোল্ট ১৭৪৫ থেকে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ) এ সমস্যার সুস্থ সমাধান খুঁজে পেলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, ব্যাঙের ঠ্যাং নেচে বা লাফিয়ে ওঠার মূলে আছে বিদ্যুৎ— এ কথা ঠিকই। তবে এ বিদ্যুৎ ব্যাঙের দেহে আপনা আপনি সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে।

দুটি ভিন্ন ধাতু খাদ্যলবনের দ্রবণের সংস্পর্শে রাখলে যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। তারই ফলে উৎপন্ন হয় এই বিদ্যুৎ। ব্যাঙের কোষে খাদ্য লবনের দ্রবণ সঞ্চিত থাকে। দুটি বিভিন্ন ধাতু দ্বারা যখন ব্যাঙের ঠ্যাং স্পর্শ করা হয়, তখনই ধাতু দুটি লবনের দ্রবণের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। আর সেই বিদ্যুতের ক্রিয়াতেই ঠ্যাং লাফিয়ে ওঠে। এই যুক্তি যে সত্যি, 'ভোল্টী স্তুপ' তৈরি করে অধ্যাপক ভোল্টা তা প্রমাণ করলেন।

একটি তামার চাকতি ও একটি দস্তার চাকতির মাঝে খাদ্য লবনের দ্রবণে

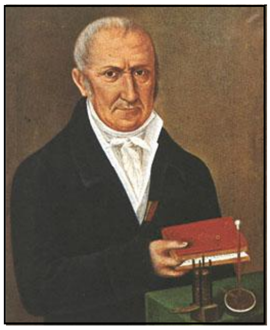

অ্যালেজান্দ্রে ভোল্টা

ভেজানো ব্লটিং কাগজ রেখে এবং এইরকম ভাবে অনেকগুলি তামা ও দস্তার চাকতি পরস্পর স্তূপাকারে সাজিয়ে রেখে অধ্যাপক ভোল্টা তৈরি করলেন 'ভোল্টীয় স্তুপ' ও তারপর সেই স্তূপের সবচেয়ে উপরের ও নিচের ধাতব চাকতি দুটি তামার তার দিয়ে যুক্ত করে তিনি সেই তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। এমনিভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম তড়িৎ কোশ তৈরি হলো। কিন্তু এই আবিষ্কারের মূলে ছিল এক আকস্মিক ঘটনা— অধ্যাপক গ্যালভ্যানির প্রত্যক্ষ করা সেই ব্যাঙের ঠ্যাং লাফানোর ঘটনা। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা গ্যালভ্যানি ও ভোল্টীকে ভোলেন নি।

সভ্যতার আগ্রাসনে বন্যপ্রাণীরা আজ দিশেহারা

নির্মল বিশ্বাস

ইদানিং লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর হানা দেওয়ার ঘটনা দিনকে দিন এতটাই বেড়েছে যে, এখন এই সংবাদে কেউই আর তেমন চমকে ওঠেন না। "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" কবির এই উক্তির এখন আর কোনও বাস্তবতা দেখা যায় না। বনাঞ্চলেই যেভাবে মানুষের বসতি বিস্তার ঘটছে ক্রমে ক্রমে। তাই পরিবেশবিদ ও বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের ভুরুতে ভাঁজ ফেলেছে। কেবলমাত্র দুই-এক মাসের সংবাদপত্রগুলিতে একবার চোখ বোলালেই পরিস্কার হয়ে যাবে, লোকালয়ে বন্যপ্রাণী হানার ঘটনার বেশকিছু সংবাদ আমাদের চোখে পড়বে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের ৩১নং জাতীয় সড়কে হাতির হানায় এক মহিলার মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়াও মাঝে মধ্যেই শোনা যাচ্ছে লোকালয়ে হাতির হানার কথা। এপরেও শোনা যাচ্ছে, সুন্দরবন লাগোয়া বা সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে হঠাৎ করে ঢুকে পড়া বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন কোনো গ্রামবাসী। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, একি আদৌ বন্যপ্রাণীর হিংসা? নাকি সভ্য মানুষের কৃতকর্মের ফল বিশেষজ্ঞ মহল কিন্তু বারবার এধরনের ঘটনার অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সভ্যতার আগ্রাসনের দিকে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান শুরুর আদিযুগে কিন্তু এমনটা ছিল না। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষ প্রকৃতির থেকেই সংগ্রহ করত বেঁচে থাকার রসদ, বেঁচে থাকত প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে। সমস্যার শুরু সম্ভবত তথাকথিত নাগরিক সভ্যতার সূচনার সময় থেকেই। উন্নয়ন, অর্থাৎ বলদর্পী নগর সভ্যতার বিস্তার ক্রমশ থাবা বসাচ্ছিল বন্যপ্রাণীদের আবাস ভূমিতে। ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছিল বন্যপ্রাণীর বাসভূমি, তাদের বিচরণের জায়গা।

আমাদের দেশে সভ্যতা আসতে শুরু করেছিল— লৌহ বাঁধা পথে, অনল

নিঃশ্বাসি রথে। শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রামকে জোড়া হয়েছিল সড়ক কিংবা রেল পথের জালে। শুধু তাই নয়, পণ্যের উৎপাদনকে সুদৃঢ় করতে যুগ যুগান্ত ধরে প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষকেও টেনে আনা হয়েছিল যন্ত্র সভ্যতার সুচিতাগারে, ছিন্নমূলের মতো।

সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। সুন্দরবনের গোসাবা বা আশপাশের অঞ্চলের লোকালয়ে বাঘ ঢুকে পড়ার ঘটনা এখন আর চমকপ্রদ কোনো ব্যাপার নয়। শুধুই সুন্দরবনই নয়, উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় বাইসন, বুনো হাতি বা গণ্ডার ঢুকে পড়ে প্রায়শই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই প্রাণীগুলিকে মানুষের অসচেতনার বলি হতে হয়। অথচ, বন্যপ্রাণীরা যে মানুষের সংস্পর্শ পছন্দ করে সেরকম কোনো তথ্য এক্ষেত্রে কাজ করে না। দ্বিতীয়ত, পরিবেশগত ভারসাম্য যথেষ্ট বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের খাদ্য-খাদকের অণুপাত নিরিখে খাদক কম, খাদ্য বেশি।

অতএব, শুধুই যে খাদ্যের অভাবে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে বন্যপ্রাণী হানা দিচ্ছে এমনটা বলা যাবে না। আবার সুন্দরবনের ক্ষেত্রে খাদ্যের অভাবের কথা স্বীকার করে নিলেও সেটা যে একমাত্র কারণ নয়। একথাও মেনে নিচ্ছে বন্যপ্রাণী দফতরও।

প্রাথমিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সভ্যতার আগ্রাসনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে বন্যপ্রাণীদের ওপর। মানুষ বসতি স্থাপনের জন্য বন-জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। যার সরাসরি প্রভাব গিয়ে পড়ছে বন্যপ্রাণীদের ওপর। জনপদ বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গিয়েছে গহন অরণ্যের কাছে। তাতে শুধু যে বন্যপ্রাণীদের বাসস্থানের অভাব ঘটছে তা নয়, বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের ঘাটতিও হচ্ছে। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের অভাবে বন্যপ্রাণীরা বাধ্য হচ্ছে লোকালয়ে আসতে। দ্বিতীয়ত,

চলবে...

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত যুবক

প্রতিনিধি : টেবিল ফ্যানের তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা থানার গোপালপুর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সৌরভ দাস (২৪)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সৌরভের বাবা কাজে বেরিয়ে যান এবং মা তার জন্য ওষুধ আনতে বারাসাত গিয়েছিলেন।

বাড়িতে ছিলেন সৌরভ ও তাঁর বোন রিম্পা দাস। রিম্পা বলেন, দাদা টেবিল ফ্যান চালিয়ে খেতে বসেছিল। সেই সময় আমি বাইরে গিয়েছিলাম।

কিছু সময় পরে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে এসে বাড়ির মেইন সুইচ নামিয়ে দিই। ঘরে এসে দেখি দাদা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতির মানবপাচার বিরোধী দিবস উদযাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও গত ৩০ জুলাই বিশ্ব মানবপাচার বিরোধী দিবস নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালন করে জেলার অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতির সদস্যগণ। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এদিন গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া অঞ্চলে পাচার বিরোধী একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির কক্ষে সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার বালা, সহ শিক্ষক তুষার কান্তি হালদার, কার্তিক প্রামানিক, রেবারানী সরকার, পুলিশ কর্মী ছাত্র- ছাত্রী। বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতির অন্যতম কর্ণধার তৈফিকুল হাসান স্বাগত ভাষণে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মানবপাচার রোধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষজনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সমাজ থেকে নারী ও শিশু পাচার রোধে পুলিশ প্রশাসন সহ সাধারন মানুষজনকে সর্তক হওয়ার কথা বলেন। পাচারকারীদের গ্রেফতার ও কঠোর সাজা প্রদানের দাবিও জানান। সেই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক পুণর্বাসনে প্রশাসন ও সমাজসেবি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। একাজে স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন সকলেই। আলোচনা শেষে উপস্থিত সমাজ কর্মী ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আপরাহ্নে

নবকুমার মন্ডল, অঞ্চলের শিক্ষাবন্ধু মিলন কান্তি সাহা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুজাতা আইচ, ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বিযুৎপদ ঘোষ, সমাজকর্মী মানবরঞ্জন বিশ্বাস, সত্যব্রত মন্ডল, লব বারিক, সুজাতা অধিকারী সহ বেশ কয়েকজন অঞ্চলের যাদব পুর গ্রাম সংগঠনের সমাজকর্মী সদস্য সদস্যাগন সমাজ সচেতনতামূলক নাটক পরিবেশন করেন। পরিবেশিত নাটকটিতে শিশু ও নারী পাচার, বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম সহ সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথার বিষয়গুলি উঠে আসে।

তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীর দুর্নীতির প্রতিবাদে আন্দোলনে বামেরা

সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা- মন্ত্রীদের সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল সিপিআইএমের গণসংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউর গাইঘাটা ব্লক শাখার উদ্যোগে ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়া বাজারের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব সায়নদীপ মিত্র প্রমুখ। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ রাজ্য তৃণমূল সরকারের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, সীমাহীন দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব ও রাজ্যের বর্ষিয়ান মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী অভিযুক্ত। বক্তাগণ দুর্নীতিতে যুক্ত তৃণমূলের সকল নেতা মন্ত্রীর কঠোর সাজার দাবি জানান। সেই সঙ্গে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া বার্ধক্য কৃষি পেনশান প্রদান এবং সেই সঙ্গে পঞ্চায়েতের দুর্নীতিতে যুক্তদেরও বিচার ও সাজা দাবি করেন। এদিনের বর্ষাকে উপেক্ষা করেও ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু সি পি এম নেতা কর্মীগন অবস্থান বিক্ষোভে

গত ২৭ জুলাই ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জেলা নেতৃত্ব রমেন্দ্রনাথ আঢ্য, সত্য কপাট, কপিল ঘোষ, বিপ্লব রায় ও উপস্থিত হন। সমাবেশে গণনাট্য সংঘের শিল্পী সায়িকা মল্লিকের গাওয়া লোক সংগীতের অনুষ্ঠান সমবেত মানুষজনের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে।

জমির ফসল নষ্টের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

গোপালনগর থানার নহাটা শেরপুর এলাকায় তার বাড়ি সংলগ্ন এক বিঘা জমিতে এবার বেগুন চাষ করেছিলেন। স্থানীয় এক কৃষককে দিয়ে সেই চাষ করেন। মঙ্গলবার সকালে ওই কৃষকের মাধ্যমে খবর পেয়ে তিনি মাঠে যান। রামপদ বাবু বলেন, "ঘাস মারা বিষ জাতীয় কিছু দিয়ে কেউ জমির বেশিরভাগ ফসল নষ্ট করেছে। কারা করেছে বলতে পারব না। তবে ২০২১ এর নির্বাচনের পর অনেক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ফসল নষ্ট করার ঘটনা ঘটেছিল। কাউকেই সন্দেহের উর্ধ্বে রাখিছি না। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে গোপালনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সৌমেন দত্ত বলেন, "যে কোন কৃষকের ফসল নষ্ট করাটাই দুর্ভাগ্যজনক। এখানে কোন দল নেই। এক ধরনের দুষ্কৃতী আছে, যারা এমন কাজ করে। বিধানসভা ভোটের পর আমাদের বনগা ব্লকে কোন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত বা তাদের জমির ফসল নষ্ট করার ঘটনা ঘটেনি।"

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

বারাসাত প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটি

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় গঠিত হয় বারাসাত জেলা হয়। নবগঠিত পরিচালন কমিটির বিভিন্ন পদ— সভাপতি ঃ শ্রী ধৃতরাষ্ট্র দত্ত, সহ-

প্রেস ক্লাবের নতুন পরিচালন সমিতি। এদিন অপরাহ্নে প্রেস ক্লাব ভবনে বিদায়ী কমিটির সভাপতি বিপ্রতীপ দে'র পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মত ভাবে নিম্নোক্ত কমিটি গঠিত সভাপতি ঃ মাবজুল চৌধুরী ও গৌতম ঘোষ, সম্পাদক ঃ শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক ঃ শ্রী দীপক কুমার বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রী নীতিবিকাশ ঘোষ। পরিচালন সমিতির সদস্যগণ ঃ ১) সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব (বসিরহাট মহাকুমা), ২) শ্রী নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক (বনগ্রাম মহকুমা), ৩) শ্রী বিপ্রতীপ দে (ব্যারাকপুর মহকুমা), ৪) শ্রী দীপ মিত্রি (ব্যারাকপুর মহকুমা), ৫) শ্রী বিনয় সেন (বারাসাত মহকুমা), ৬) শ্রী শুভদীপ দাস (বারাসাত মহকুমা), মুখ্য উপদেষ্টা ঃ সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাবিব, কো-অর্ডিনেটর ঃ শ্রী অনন্ত চক্রবর্তী, আইনি পরিষেবা ঃ মহঃ মাবজুল চৌধুরী।

সেবার সাহিত্য সভায় গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য মাসের মতো গত ৩০ জুলাই মাসের শেষ শনিবার কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করে গোবরডাঙার অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন সেবা ফার্মার্স সমিতি কর্তৃপক্ষ। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সমীর চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া সংগীতের মধ্যে দিয়ে সেবা সমিতি আয়োজিত ৩২তম সাহিত্য সভার সূচনা হয়। এদিনে বিশিষ্ট কবি ডঃ জয়শ্রী মিত্রকে শুরুতেই দেশের দুই মনীষী বিদ্যাসাগর ও কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। স্বাগত ভাষণে সমিতির সম্পাদক গোবিন্দবাবু উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বছর ভর সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। বর্ষিয়ান কবি ও সাহিত্যক রাসমোহন দত্ত ও কবি সুনীলকৃষ্ণ মন্ডলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এদিনের সাহিত্য সভায় বর্ষিয়ান কবি ও ছড়াকার

পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবধনা জ্ঞাপন করেন সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবক গোবিন্দলাল মজুমদার, মানপত্র পাঠ করেন সেবার অন্যতম সেবক গৌতম সাহা। ৯২ বছরের কলিপদ নাথের নাতিকে নিয়ে লেখা স্বরচিত ছড়া পাঠ, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী পলাশ মন্ডল ও সাধনা মজুমদার এর কবিতা আবৃত্তিএবং সুশান্ত অধিকারীর সংগীতানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

নাট্যচর্চা ও প্রসারে গোবরডাঙা শিল্পায়ন এর পাশে রামকৃষ্ণ মিশন

নীরেশ ভৌমিক ঃ 'থিয়েটারে লোক শিক্ষা হয়'। ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই আপ্তবাক্যকে পাথেয় করে নাটককে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে গোবরডাঙা শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু করেছে রামকৃষ্ণ মিশন (বেলুড়) ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ কর্তৃপক্ষ। নাটকের শহর গোবরডাঙার সুপ্রাচীন নাট্যদল শিল্পায়ন সরকারি অর্থানুকূল্যে ইতিমধ্যেই গড়ে তুলেছে একটি নাট্য বিদ্যালয়। রাজ্যে সরকারি স্তরে কিছু ক্ষেত্রে নাটক শেখার ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারি উদ্যোগে তার সংখ্যা নামমাত্র। সেই অর্থে শহর কলকাতার ৬০ কিলোমিটার দূরের এই মফঃস্বল শহরে একটি নাট্য বিদ্যালয় গড়ে তোলা শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার এক সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু নাট্য বিদ্যালয় চালু হলেও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় শিল্পায়ন এর বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়কে। কারণ, আর্থিক দায় দায়িত্ব ছাড়াও প্রয়োজন ছিল কোর্সটি অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি। সমস্যা সমাধানে আশিসবাবু যোগাযোগ করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের সাথে। সব শুনে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী মহাপ্রজ্ঞানানন্দজী, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী জানান, শিল্পায়ন এর সাথে যৌথ উদ্যোগে চলা এই নাট্য বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষনার্থীগণ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রদত্ত শংসাপত্র পাবেন। নিঃসন্দেহে প্রশিক্ষনার্থীগনের নিকট এটি একটি বড় প্রাপ্তি।

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী .আরোও বলেন, ঠাকুর শ্রীশ্রী রামাকৃষ্ণদেবের কথায় এবং আদর্শে অনুপ্রানিত আমরা আগামী দুবছর পরীক্ষামূলক ভাবে গোবরডাঙা শিল্পায়ন এর সাথে যৌথ উদ্যোগে এই নাট্যবিদ্যালয় পরিচালনায় থাকবে মিশন।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে খুশি শিল্পায়ন ও নাট্য বিদ্যালয়ের নাট্যমোদী সকল শিক্ষার্থীগন।

মিশন ও শিল্পায়ন এর এই উদ্যোগ সাফল্য লাভ করলে বাংলার রঙ্গমঞ্চ এক দিন সারা বিশ্বে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করবে বলে বাংলা নাট্যজগতের অনেকেই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা, ধৃত চক্রের পান্ডা

প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ জানতে পারে, ধৃতর নামে বিভিন্ন ব্যাংকে একাধিক একাউন্ট রয়েছে। তার একাউন্টে প্রায় ২৪ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তির একাউন্ট থেকে এসেছে। তার সঙ্গে একাধিক ব্যক্তি এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। সম্প্রতি বাগুইহাটি এলাকার একটি এটিএম থেকে টাকা তুলেছিল ধৃত কৌশিক। সেই সূত্র ধরে শুক্রবার বিকালে সাইবার ক্রাইম থানার আধিকারিক সুদীপ্ত রায়ের নেতৃত্বে একদল পুলিশ বারাসাতে এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

মিলছে না পরিষেবা, ক্ষুব্ধ রোগির পরিজনেরা

প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য সাথী কার্ড রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর বিষয়ে কিছু বলেনি। বাইরে থেকে ওষুধ কিনে রিপোর্ট করে এখন পর্যন্ত কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। আমরা গরীব মানুষ, খুব অসুবিধায় পড়েছি। দ্রুত স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পরিষেবা চালু হওয়া উচিত।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গরিব মানুষ যারা হাসপাতালে ভর্তি হন এবং যাদের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে, তাদের যদি বাইরে থেকে ওষুধ এবং বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, সেই টাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহন করে। কিন্তু গত কয়েক মাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে টাকা না থাকায় তারা রোগীদের সেই পরিষেবা দিতে পারছেন না। ফলে সমস্যায় পড়েছেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সাধারণ গরিব মানুষ। বনগাঁ হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঢল বলেন, "হাসপাতালের তহবিলে অর্থ না থাকায় রাজ্য সরকারের কাছে বকেয়া পড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সমস্যায় সমাধান করতে।" বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুখে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে মানুষ এই কার্ডের সুবিধা পাচ্ছে না। আমরা জানতে পেরেছি এক কোটি টাকা বাকি পড়ে গিয়েছে। সুপারকে বলেছি বিষয়টির ব্যবস্থা নিতে।"

বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, "আমরা হাসপাতাল সুপারকে জানিয়েছি। আপাতত কিছুদিনের জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা রোগীদের পৌরসভার স্বাস্থ্য দীপে পাঠান। আমরা বিনা পয়সায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আমাদের যা যা ব্যবস্থা আছে সবটাই করব। পরে হাসপাতালে ফান্ড আসলে আমাদের টাকা দিয়ে দিলেই হবে।" এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "তহবিলের সমস্যা যদি হয়ে থাকে, স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত তহবিলের ব্যবস্থা করে সমস্যা মেটানো হবে।"

রাজ্য মুইথাই চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী ঠাকুরনগরের ৭জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত মাসে পশ্চিমবঙ্গ মুই থাই এ্যাসোসিশেন আয়োজিত অল বেঙ্গল মুই থাই চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় ঠাকুরনগরের ইউনিভার্সাল মার্শাল আর্ট একাডেমীর ৭ জন প্রতিযোগী স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকে ভূষিত হন। গত ২৪ জুলাই ঠাকুরনগরের মিলন সংঘ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পদকজয়ীদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক গোবিন্দ দত্ত, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শ্যামল সরকার, সমাজকর্মী নরোত্তম বিশ্বাস, শ্যামল বাক্‌চি, আশিষ বিশ্বাস, সবুজ বিশ্বাস, গাইঘাটা থানার পুলিশ আধিকারিক শ্রাবণী বিশ্বাস, রাজ্য মুই থাই এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুপ্রিয় বিশ্বাস প্রমুখ। একাডেমির ঠাকুরনগর শাখার প্রশিক্ষক আদিত্য হীরা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। এ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় বিশ্বাস জানান, মুই থাই বা বক্সিং একটি অতি প্রাচীন খেলা। ২০০৬ সাল থেকে আদিত্য এই খেলার সাথে যুক্ত। এই জেলা থেকে আদিত্যই প্রথম জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে সাফল্য লাভ করেন। ঠাকুরনগরের মতো এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিত্য মুই থাই প্রশিক্ষণ শুরু করে নজির সৃষ্টি করেছে। এখানকার মেয়েরাও বক্সিং-এ অংশ নিয়ে সফল হয়েছে।

জাতীয় কংগ্রেসের একুশের শহীদ স্মরণানুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযান ও আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয় রাজ্যের বিরোধী দল জাতীয় কংগ্রেসের যুব শাখা। যুব কংগ্রেসের তৎকালীন রাজ্য সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগ দেন বহু যুব কংগ্রেস কর্মী। আন্দোলন চরমে উঠলে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে তৎকালীন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বাহিনী। সেই গুলি বর্ষণে কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে মারা যান ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী। পরবর্তীতে মমতা ব্যানার্জী কংগ্রেস দল ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করলেও প্রতিবছর ২১ জুলাই এর আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণ করেন জন সভার মধ্য দিয়ে। জাতীয় কংগ্রেসও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ২১ জুলাই এর আন্দোলনে নিহত শহীদ স্মরণ করেন। গাইঘাটার জাতীয় কংগ্রেসের যুব নেতা ও ব্লক সভাপতি পার্থপ্রতিম বাবু জানান, এদিন সকালে চাঁদপাড়া বাজারের দলীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। শ্রী রায় বলেন, সেদিনের আন্দোলনে নিহত শহীদগণ সকলেই জাতীয় কংগ্রেসর কর্মী। নেতা বদল হতে পারেন, কিন্তু শহীদরা কংগ্রেসেই ছিলেন, একজন কংগ্রেস কর্মী হিসেবেই দলের আন্দোলনে অংশ নিয়ে শহীদ হয়েছেন। তাই এরাজ্যের কংগ্রসীদেরই শুধু অধিকার রয়েছে এদিনে তাঁদের স্মরণ করার। সে মত এদিন অপরাহ্নে ব্লক সভাপতি পার্থবাবুর নেতৃত্বে চাঁদপাড়া বাজারের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি (গ্রামীন) অমিত মজুমদার, জেলা নেতৃত্ব শান্তিময় চক্রবর্তী, অনিমেষ দাস, মনতোষ কুমার সাহা প্রমুখ।

তৃণমূল প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে বিতর্ক

প্রথমপাতার পর...

প্রার্থী হিসেবে আইএনটিটিইউসি নেতা প্রভাস পাল মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে পাপাইয়ের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এদিন বিকেলে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পাপাই রাহা এবার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। তিনি ২০২০ সালে বিজেপির এসি মোর্চার সম্পাদক হন। তিনি বিজেপি থেকে পদত্যাগ করেননি। তৃণমূলেও যোগদান করেননি। তৃণমূল প্রার্থী খুঁজে না পেয়ে বিজেপির লোকজনদের নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করেছে।" এ বিষয়ে অভিযোগ অস্বীকার করে প্রার্থী পাপাই রাহা বলেন, "১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির পায়ের তলার মাটি নেই। আজকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় ওয়ার্ডের কয়েক হাজার মানুষ আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। এটা দেখে বিজেপি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই সমস্ত কথা প্রচার করছে।" এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "পাপাই দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল করেন। বিজেপি এখন রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া। তাই সস্তা রাজনীতি করার জন্য এসব কথা বলছে। ওদের কথার কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।"

তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে বিজেপি'র সভা

সংবাদদাতা ঃ এস এস সি শিক্ষক নিয়োগ সহ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে রাজ্যে জুড়ে মিছিল, মিটিং করে চলেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পাটির নেতা কর্মীগণ। গত ২৯ জুলাই চাঁদপাড়া বাজারের বাসস্ট্যান্ডে দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাসের নেতৃত্বে পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি শিক্ষক প্রশান্ত রায়, প্রবীণ বিজেপি নেতা সুদেব সিকদার, বুথ সভাপতি অমর সাহা প্রমুখ।

চাঁদপাড়া বাজারের সভার পর গত ১ আগষ্ট চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন ২নং রেলবাজার চত্বরে সভা করেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের সভায় দলের বিশিষ্ট নেতা ও বক্তাবর্গের মধ্যে ছিলেন দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাস, সঞ্জীব দাস, তপন দাস, মলয় দাস, সুদেব সিকদার সুবক্তা অশোক বিশ্বাস, শান্তিপদ মন্ডল, ছিলেন দলনেতা হরকুমার বাইন, ভবতোষ মন্ডল, বিনয় মজুমদার, তুলসী ঘোষ, অসীম বোস প্রমুখ। বক্তাগন সকলেই রাজ্যের তৃণমূল সরকার ও দলের নেতাদের বিভিন্ন দুর্নীতি তুলে ধরে দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের গ্রেপ্তার ও কঠোর সাজার দাবি জানান। দাবি ওঠে— চোর ধরো, জেল ভরো। বিজেপি নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে তৃণমৃল নেতা ও প্রশাসনের যোগসাজসে এলাকায় অবৈধভাবে পুকুর ও জলাভূমি ভরাট এবং এলাকার

রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। দীর্ঘসময় ধরে চলা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য রেলযাত্রী সহ স্থানীয় মানুষজনকে বসে বা দাঁড়িয়ে শুনতে দেখা যায়।

বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান

HALL MARK

আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বনগাঁওতে নিয়ে এল আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের চশমার ফ্রেম এবং পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের **Contact Lens** পাওয়া যায়।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (৮৯৬৭০২৪১০৬) এই নম্বরে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

স্লট বুকিং বদলের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন,গভীর রাতে রাস্তা অবরোধ ট্রাক মালিক, ট্রান্সপোর্টারদের

প্রতিনিধি : সম্প্রতি রাজ্য সরকার বিদেশে পণ্য রপ্তানিকারি ট্রাকের নতুন স্লট বুকিংয়ের নিয়ম চালু করায় কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা বনগাঁর কয়েক হাজার ট্রাক মালিক ট্রান্সপোর্টারদের। নতুন পদ্ধতি বদলের দাবিতে সোমবার থেকে সভা সমিতি মিটিং মিছিল করে ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

শনিবার রাতে কয়েক হাজার আন্দোলনকারী বনগাঁ বিএসএফ ক্যাম্পের মোড়ে দীর্ঘ সময় যশোর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন। স্লট বুকিংর করে ভিন রাজ্য থেকে আসা ট্রাক আটকে দেয় তাঁরা। রাতে তাদের আন্দোলনে শামিল হয়ে সমর্থন জানান বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। পরে বনগাঁ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে অবরকারীদের সঙ্গে কথা বলে। অশোক বাবু বলেন, "বনগাঁর হাজার হাজার মানুষের রুটি রুজির বিষয়। রাজ্য সরকারকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ডিজি ট্রাফিক ৩ তারিখে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসার কথা জানানোর পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।" রাত সাড়ে তিনটের পর থেকে স্বাভাবিক নিয়মে পেট্রাপোল বন্দরের উদ্দেশ্যে ট্রাকগুলি রওনা হয়।

ট্রাকচালক ও ট্রান্সপোর্টাররা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ট্রাক এতদিন প্রথমে বনগাঁ কালীতলা পার্কিংয়ে আসতো। কালীতলা পার্কিং সহ শহরের তিনটি জায়গায় ট্রাকগুলি বুকিং হত। পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে পন্য রপ্তানি হতে কয়েক মাস সময় লেগে যেত। সে কারণে ভিন রাজ্যের ট্রাকগুলি স্থানীয় ট্রান্সপোর্টার, ট্রাক এবং বনগাঁর বিভিন্ন গোডাউনে পণ্য খালি করে ফিরে যেত। স্থানীয় গাড়িগুলি সেই পণ্য নিয়ে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে রপ্তানি করতো। আর এই কাজে যুক্ত ছিল কয়েক হাজার ট্রাক মালিক, মুটে মজদুর ও ট্রান্সপোর্টার।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী একের অধিক ট্রাকে একাধিক নাম্বার প্লেট লাগিয়ে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পণ্য রপ্তানি করছিল। বুকিং এর ক্ষেত্রেও নানান অনিয়ম বারবার ধরা পড়ছিল। এছাড়াও দীর্ঘদিন ট্রাকগুলি পার্কিং সহ বিভিন্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকায় যানজট সহ রপ্তানীর খরচ বেশি ছিল। শহরের মধ্যে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। কয়েক মাস আগে এ বিষয় নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে একাধিক মিটিং করেন প্রশাসনের উচ্চ অধিকারীকেরা।

এরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন স্লট বুকিং এর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। ২৯শে জুন থেকে নতুন নিয়ম চালু হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে যাবার জন্য এক্সপোর্টাররা নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে স্লট বুকিং করতে পারবে।

ট্রাক মালিকদের বক্তব্য, সরাসরি স্লট বুক করে ট্রাক বাংলাদেশে চলে গেলে স্থানীয় ট্রাক চালক, ট্রান্সপোর্টার ও মজদুরদের আর কোন প্রয়োজন হবে না। ট্রান্সপোর্টার ও ট্রাক মালিক চিন্টু বিট, প্রভাস পালরা বলেন "বনগাঁর ৮০ ভাগ মানুষের জীবিকা পেট্রাপোল বন্দরের উপর নির্ভরশীল। ফলে জীবিকা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হবে কয়েক হাজার পরিবার।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in
Editor- Utpal Mallick